প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা

প্রথমা বিভক্তির বিষয় চারটি - প্রাতিপদিকার্থ, লিঙ্গ,পরিমাণ ও বচন | যে অর্থটির সাথে প্রাতিপদিকের নিত্যসম্বন্ধ, সুনির্দিষ্ট, অব্যভিচারী সেই অর্থ-ই প্রাতিপদিকার্থ | অর্থাত প্রাতিপদিকার্থটি যে অর্থে প্রসিদ্ধ সেই বাচ্যার্থ প্রাতিপদিকার্থ | প্রথমা বিভক্তি যোগ করলে যেখানে শুধু এই অর্থের-ই প্রতীতি হয়, অতিরিক্ত কোনো কিছুর নয়, সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা | অর্থাত প্রাতিপদিকের যে অর্থ, প্রথমা বিভক্তির-ই সেই অর্থ | তা স্বার্থে প্রথমা | যথা কৃষ্ণঃ | কৃষ্ণ শব্দের অর্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যাক্তিবিশেষ | প্রথমান্ত কৃষ্ণঃ পদটিতে মাত্রএই অর্থ-ই প্রকাশিত হয় | অতএব তা প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ | প্রথমা যোগ করলে যেখানে প্রাতিপদিকার্থ ও তত্সহ লিঙ্গমাত্রের অধিক প্রতীতি হয়, সেখানে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা | লিঙ্গ সেখানে প্রথমা বিভক্তির-ই অর্থ | যথা - তটঃ, তটী, তটম | তট শব্দটি তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয় | তা কোন লিঙ্গে প্রযুক্ত হবে তা প্রাতিপদিক অবস্থাতে জানা যায় না, প্রথমা যুক্ত হলে তা বোঝা যায় | প্রথমা বিভক্তির দ্বারা এই লিঙ্গবোধ হয় বলে তট প্রভৃতি অনিয়তলিঙ্গ শব্দ লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয় | কিন্তু কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রাতিপদিকেরও প্রথমা যোগ করলেই পুংস্ত্বাদি লিঙ্গবোধ হয়, অতএব এই সব ক্ষেত্রেও প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা না হয়ে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা হওয়া উচিত | তা যদি হয় তবে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয় থাকে না | প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা যাতে অসিদ্ধ না হয় তজ্জন্য প্রাতিপদিককে অলিঙ্গ, নিয়তলিঙ্গ ও অনিয়তলিঙ্গ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় | প্রথম দুটি প্রাতিপদিকার্থে ও শেষোক্তি লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয় | অলিঙ্গ অর্থাত অব্যয় শব্দের লিঙ্গ নেই | অতএব অতিরিক্ত লিঙ্গপ্রতীতির প্রশ্ন-ই ওঠে না |

নিয়তলিঙ্গ শব্দের একটিমাত্র লিঙ্গ, অতএব লিঙ্গপ্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো সংশয় না থাকায় প্রাতিপদিক অবস্থাতেই প্রাতিপদিকার্থের মত লিঙ্গের-ও প্রতীতি হয়ে থাকে | লিঙ্গ এই ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তির নয়, প্রাতিপদিকের-ই অর্থ | যথা - কৃষ্ণ শব্দটি উচ্চারিত হওয়ামাত্র যেমন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যাক্তিবিশেষের, তেম্নি শব্দটির পুংস্ত্বেরও প্রতীতি হয় | কিন্তু তট শব্দটির ক্ষেত্রে তা হয় না, কারণ তা অনিয়তলিঙ্গ | অনিয়তলিঙ্গ শব্দে বিভক্তি যোগ না করলে লিঙ্গ সংশয় দূর হয় না | লিঙ্গ সেখানে প্রাতিপদিকের নয়, প্রথমা বিভক্তির অর্থ | অতএব প্রাতিপদিক অবস্থাতেই যেখানে লিঙ্গ সুনিশ্চিত সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি ব্যতীত যেখানে লিঙ্গ নির্ধারণ হয় না সেখানে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা | এটিই উভয়ের পার্থক্য | অর্থাত নিত্যপুংলিঙ্গ, নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ ও নিত্যনপুংসকলিঙ্গ শব্দ-ই প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয় | কিন্তু যার লিঙ্গান্তর হয় (যথা - তট-তটী) তা লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ |
প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিত হলে যেখানে শুধু প্রকৃত্যর্থ নয়, পরিমাণার্থের-ও অধিক প্রতীতি হয়, সেখানে পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমা | পরিমাণ সেখানে প্রত্যয়ের-ই অর্থ | যথা - দ্রোণো ব্রীহিঃ | বাক্যে দ্রোণঃ(দ্রোণ + সু) এই পদের অর্থ দ্রোণ-পরিমিত | কিন্তু দ্রোণ-প্রকৃতির অর্থ যেহেতু শস্যাদিপরিমাপক কাষ্ঠময় অথবা লৌহময় পাত্রবিশেষ, অতএব সু প্রত্যয়ের অর্থ হবে পরিমাণ | প্রথমা বিভক্তি দ্বারা পরিমাণার্থের প্রতীতি হওয়ায় বাক্যস্থ "দ্রোণঃ" পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ | যদি তা পরিমাণ না বুঝিয়ে শুধু দ্রোণরূপ পাত্রকেই বোঝাত তবে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হত | কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমারও অবকাশ নেই, কারণ দ্রোণ শব্দটি অনিয়তলিঙ্গ | অর্থাত দ্রোণ শব্দতি পুং ও নপুংসকলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় | অতএব অনিয়তলিঙ্গত্বহেতু

এখানে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার অবকাশ আছে | কিন্তু দ্রোণঃ পদে পাত্রার্থ নয়, পরিমাণার্থ-ই প্রধান, কারণ পাত্র কখনো ব্রীহির বিশেষণ হতে পারে না | অতএব তা লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয় নয় | পরিমাণার্থের অতিরিক্ত প্রতীতির জন্য পরিমাণ এখানে প্রথমা বিভক্তির একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং ব্রীহি শব্দের সাহচর্যহেতুই দ্রোণ শব্দে এই অতিরিক্ত প্রতীতি সম্ভবপর হয়েছে | শুধু দ্রোণঃ বললে পাত্রকেই বুঝাত এবং তাতে লিঙ্গমাত্রের অধিক প্রতীতি হত, পরিমাণের নয় | বাক্যস্থ না হলে পরিমাণার্থের প্রতীতি হয় না | বাক্যস্থ বলেই ব্রীহির বিশেষত্বহেতুদ্রোণ শব্দের লিঙ্গও অনিয়ত নয়, নিয়ত | লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা না হওয়ার এটিও অন্যতম কারণ | যদি তাই হয়, তবে দ্রোণ ও ব্রীহির মধ্যে বাক্যগত সম্পর্ক কি ? এর উত্তরে ভট্টোজী বলেন - "প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে" ইত্যাদি | তিনি প্রথমে দ্রোণঃ পদটিকে বিশ্লেষণ করে পরে উক্ত পদের সাথে ব্রীহি শব্দের সম্পর্কনির্ণয় করেছেন | দ্রোণঃ এই পদে দ্রোণ হল প্রকৃতি এবং সু প্রত্যয় | প্রকৃতির অর্থ পাত্র এবং প্রত্যয়ের অর্থ পরিমাণ এবং প্রত্যয়ার্থের সাথে প্রকৃত্যর্থের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্ক | প্রত্যয়ার্থ (পরিমাণ) বিশেষ্য ও প্রকৃত্যর্থ (পাত্র) উহার বিশেষণ | বিশেষ্যের অর্থ ব্যাপক, বিশেষণ সেই অর্থকে সীমাবদ্ধ করে, এটিই বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থগত বৈশিষ্ট্য | পরিমাণ বলতে পরিমাণ সামান্য অর্থাত সাধারণভাবে যে কোনো পরিমাণকে বোঝায়, অতএব এটি বিশেষ্য | কিন্তু দ্রোণ পরিমিত বললে দ্রোণরূপ পাত্রের দ্বারা পরিমাণ সামান্য পরিমাণ বিশেষে পরিণত হয় অর্থাত পাত্রার্থের দ্বারা পরিমাণার্থ সীমাবদ্ধ হয় | অতএব প্রকৃত্যর্থ যে পাত্র তা প্রত্যয়ার্থ পরিমাণের বিশেষণ | এবং যেহেতু পাত্র হতে পরিমাণ অভিন্ন, অতএব এক্ষেত্রে বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থগত সে সম্পর্ক তা অভেদ সম্পর্ক |

এখন প্রকৃতি সাহচর্যে প্রত্যয়ের যে বিশিষ্ট অর্থ হল অর্থাত দ্রোণ পরিমিত এই অর্থ তা ব্রীহির বিশেষণ | ব্রীহি বললে যে কোনো প্রকার ব্রীহিকে বুঝায়, অতএব তা বিশেষ্য | কিন্তু দ্রোণঃ এই পদের অর্থ ব্রীহির অর্থকে সীমাবদ্ধ করে | অতএব দ্রোণঃ ব্রীহির বিশেষণ এবং ব্রীহিকে বিশেষিত করে বলেই দ্রোণ শব্দে পাত্র না বুঝিয়ে পরিমাণ বোঝায় | ব্রীহি এখানে পরিমেয় এবং দ্রোণ তার পরিমাপক | অর্থগতভাবে বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের এস্থলে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক সম্পর্ক | অতএব আলোচ্য উদাহরণে প্রত্যয়ার্থ প্রকৃত্যর্থের দ্বারা বিশেষিত হলেও , প্রকৃত্যর্থ সহচরিত যে প্রত্যয়ার্থ তা বিশেষণের-ই কার্য করে | পরিমাণ -মাত্রাধিক্যে প্রথমার প্রত্যয়ার্থের এটিই বৈশিষ্ট্য |
প্রথমা বিভক্তির চতুর্থ বিষয় হল বচন বা সংখ্যা | প্রথমা বিভক্তি দ্বারা যেখানে বচনের প্রতীতি হয় সেখানে বচনমাত্রে প্রথমা | যথা, একঃ, দ্বৌ, বহবঃ | বচন শব্দে এখানে সংখ্যাবাচক শব্দের বচন বুঝতে হবে | অর্থাত সংখ্যাবাচক শব্দে যে প্রথমা তাই বচনমাত্রে প্রথমা | কিন্তু এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দ প্রাতিপদিক অবস্থাতেই সংখ্যা নির্দেশ করে, অতএব একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি যে সংখ্যা তা প্রাতিপদিকের অর্থ, প্রথমা বিভক্তির নয় | যদি তাই হয় তবে একঃ , দ্বৌ প্রভৃতি প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ, সূত্রে বচন গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন | কিন্তু সংখ্যাবাচক শব্দের সংখ্যা প্রাতিপদিকার্থ হলেও এই প্রাতিপদিকার্থ যেহেতু অভিহিত, অতএব তা প্রথমার বিষয় হতে পারে না | আলোচ্য সূত্রটিতে অনভিহিতে এই অধিকার সূত্রের অধিকার থাকায় অনভিহিত প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা হয়, অভিহিতে নয় | যা সুস্পষ্ট বা বিশেষভাবে সূচিত হয়, তাই অভিহিত | বৃক্ষ বললে বৃক্ষ সামান্যের অর্থাত সাধারণভাবে যে কোনো বৃক্ষের প্রতীতি হয়, বৃক্ষ বিশেষের নয় | অতএব বৃক্ষার্থ অনভিহিত | অনভিহিত

বলেই বৃক্ষঃ প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ | কিন্তু এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দের একত্বাদিপ্রাতিপদিকার্থে সুস্পষ্ট একটি সংখ্যা উক্ত হয়, অতএব তার প্রাতিপদিকার্থ অভিহিত | সূত্রে বচন গ্রহণ না করলে এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দে প্রথমা বিভক্তির অবকাশ-ই থাকে না | অতএব সাধারণত অনভিহিত প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হলেও সংখ্যাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে অভিহিত প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা হয় , ইহাই সূত্রস্থ বচন শব্দের তাতপর্য | বচন যেহেতু প্রাতিপদিকের-ই অর্থ অর্থাত প্রথমা বিভক্তি দ্বারা যেখানে বচনার্থের অধিক প্রতীতি হয় না , সেখানে বচনের ক্ষেত্রে যে প্রথমা তা বচনমাত্রে প্রথমা , বচনমাত্রাধিক্যে প্রথমা নয় |